গাংনীর নবিনপুর সরকারি বিদ্যালয় দুই বছরেও শেষ হয়নি নির্মাণ কাজ

আকতারুজ্জামান, গাংনী:

মেহেরপুরের গাংনীতে নবিনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি দুই বছরেও নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়নি। নানা জটিলতায় ও অবহেলায় পড়ে আছে আংশিক নির্মিত ভবনটি। এতে শিক্ষার্থীদের পাঠদান যেমন ব্যাহত হচ্ছে তেমনি সরকারের ডিজিটাল রুপ রেখা বাস্তবায়নে কলঙ্ক পড়ছে। কি কারনে নির্মাণ কাজ বন্ধ, কবে নাগাদ শুরু হবে এই প্রশ্ন সবার।
১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া নবীনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন না থাকায় বাঁশের বেড়ার তৈরী ভগ্ন ও জরাজীর্ণ ঘরেই চলছে শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম। টিনের চাল আর বেড়ার ফাঁক দিয়ে শিক্ষার্থীদের গায়ে লাগে বৃষ্টির ঝাপটা এবং রোদের সময় প্রচন্ড রোদ। মেঘ উঠতে দেখলেই বই খাতা নিয়ে বাড়ি পালিয়ে যেতে হতো শিক্ষার্থীদের । শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন অনুদান থেকে পাশেই ক্লাশ চালানোর জন্য যেনো তেনো ভাবে কয়েকটি শ্রেনী কক্ষ তৈরী করে পাঠদান করানো হচ্ছে। কবে নাগাদ নির্মানাধীন ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হবে তা জানেনা শিক্ষকসহ এলাকাবাসি। পিইডিপি-৩ প্রকল্পের ৬৩ লাখ ৫২ হাজার ৫শ’ টাকা ব্যয়ে নবীনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মান কাজ শুরু করেন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান তামান্না এন্টার প্রাইজ। বিদ্যালয়ের প্রথম তলা নির্মাণ শেষে, দ্বিতীয় তলা ভবন নির্মান কাজ শুরু করার কয়েকদিনের মাথায় নির্মাণ শ্রমিকদের অবহেলা আর দুর্নীতিরভারে ২০১৭ সালের ৭ই জানুয়ারী দুপুরে ভবনের শিঁড়ি ভেঙ্গে পড়ে যায় বলে অভিযোগ করেন স্থানীয়রা । তৎকালিন সময় কাজ দেখভালের দায়িত্বে নিয়োজিত গাংনী উপজেলা এলজিইডি’র সাব ইঞ্জিনিয়ার সামসুল হকের দাায়িত্বে এবং কর্তব্যে অবহেলার বিষয়টি সামনে আসে সাধারণ মানুষের। বিভিন্ন অভিযোগে স্থানীয়রা বিদ্যালয়ের ভবন নির্মান কাজ বন্ধ করে দেয়। তোপের মুখে পড়েন গাংনী উপজেলায় দায়িত্বরত তৎকালিন প্রকৌশলী মাহাবুবুর রহমান ও সাব ইুনিঞ্জয়ার সামসুল হক।
এ ঘটনায় প্রকৌশলী মাহাবুবুর রহমানের প্রশাসনিক বদলী হলেও ধরাছোয়ার বাইরে থেকে যায় এসও সামসুল হক। বিষয়টি নিয়ে দফায় দফায়

বিভাগীয় তদন্ত হয়ে নির্মানাধীন ভবন ভেঙ্গে নতুন করে মানসম্মত ভবন নির্মানের তাগিদ দেয় ভবন নির্মাণ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে। প্রায় ২ বছর অতিবাহিত হলেও আজ অবধি বিদ্যালয়ের ভবন নির্মান কাজ স্থগিত রয়েছে। কি কারনে নির্মান কাজ বন্ধ আছে এর কারন জানেনা কেউ। নির্মানাধীন ভবনের শিঁড়ি ভেঙ্গে যাবার কয়েকদিনের মধ্যে প্রায় বেশ কয়েক জন ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয় ছেড়ে অন্য বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। স্থানীয়রা সহযোগতিা করে টিনের চাল ও বাশের বেড়া দিয়ে কোনো রকমে তৈরী করে কযেকটি ক্লাশরুম। কালবৈশাখীর তান্ডব আর শিলা বৃষ্টিতে টিনগুলি ফুটা হয়ে যায় । বাঁশের বেড়াগুলিও ভগ্নও জরাজীর্ণ অবস্থায় আজো বিরাজমান। আকাশে মেঘ উঠতে দেখলেই বাড়ি পালাতে হয় শিক্ষার্থীদের।
দ্রত বিদ্যালয়ের ভবন নির্মান না হলে প্রথমিক শিক্ষা ব্যাবস্থা ভেঙ্গে পড়াসহ শিক্ষার্থী ঝরে পড়তে পারে বলে জানালেন প্রধান শিক্ষক তামজিদুর রহমান মুক্তি। তিনি আরো বলেন, ২০১৭-১৮ইং অর্থবছরে ১৭ টি বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ কাজ হবে,তার মধ্যে আমাদের বিদ্যালয়টিও আছে। কিন্তু কবে নাগাদ হবে তা বলতে পারিনা। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মোঃ সুমন আহাম্মেদ সুজন জানান, প্রায় দু’বছর হতে চলেছে ভবন নির্মান কাজ স্থগিত রয়েছে। তবে বিভিন্ন জায়গায় দৌড়াদড়ি করতে যেয়ে হাঁপিয়ে উঠেছি। এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কারো সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছেনা, তবে শুনেছি পর্যায়ক্রমে ভবনটি নির্মান হবে। গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী চৌধুরী জানান,মজিদুর রহমান চৌধুরীকে জানতে চাইলে তিনি এব্যাপারে কিছু জানাতে পারেনি।

দামুড়হুদায় জাফর ইকবালের কুপ্রস্তাবে ঘর ছাড়া গৃহবধু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় জাফর ইকবালের কুপ্রস্তাবে নাজি না হওয়ায় ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে এক গৃহবধু। এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা চিফ জুডিশিয়াল কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়।
মামলা নং- সি আর ৫২০/১৯ ও পারিবারিক মামলা নং- ১১৩/১৯। মামলা সূত্রে জানা যায়, দুই বছর আগে সামাজিক ভাবে লিজার সাথে

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার আন্দলবাড়িয়া গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে জীবন হাসানের সামাজিক ভাবে বিয়ে হয়।

িেবেয়র পর স্বামী প্রবাসী হওয়ার সুযোগে সুন্দরী লিজা খাতুনকে স্বামীর দুলাভাই জাফর ইকবাল যৌন হয়রানি সহ নানা ধরনের কুপ্রস্তাব দিতে থাকে। লিজা কু-প্রস্তাবে সাড়া না দিলে তাকে শারিরিক ও মানসিক ভাবে প্রতিনিয়ত নির্যাতন করতে থাকে।

এই বিষয়ে লিজা শ্বশুর আব্দুর রাজ্জাক কে নুনদায় এর অনৈতিক প্রস্তাবের ব্যাপারে জানালে শ্বশুর সহ পরিবারের লোকজন লিজাকে নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। সেই সাথে যৌতুক বাবদ মোটর সাইকেলের দাবি জানিয়ে লিজাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। এই অন্যায়ের প্রতিকার পেতে লিজা সহ তার মা-বাবা, ইউনিয়ন পরিষদ সহ বিভিন্ন মানবাধিকার অফিসে আবেদন জানায়।

কিন্তু কোন প্রতিকার না পেয়ে চুয়াডাঙ্গা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে ও পারিবারিক আদালতে ২টি পৃথক পৃথক মামলা করে। এই বিষয়ে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক এর সালিস ইউনিট জানায় নির্যাতিত লিজা (২০) ১ মাস আগে অত্র প্রতিষ্ঠানের জাফর ইকবাল ও শ্বশুর আব্দুর রাজ্জাক, ননদ পপি খাতুন, শাশুড়ী নুরজাহান খাতুনকে বিবাদী করে অভিযোগ দায়ের করে।

এই বিষয়ে বিবাদীদের একাধিকবার নোটিশ প্রদান করলেও বিভিন্ন তাল বাহানা করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত গত ২৩/০৯/১৯ইং তারিখে লিজার শ্বশুর আব্দুর রাজ্জাক ও ননদাই কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের এম এল এস এস জাফর ইকবাল উপস্থিত হয়ে সমস্যা সমাধানের জন্য এক সপ্তাহ সময় প্রার্থনা করে চলে যায়।

পরবর্তীতে বিবাদীদের যোগাযোগ করলে আব্দুর রাজ্জাক নিজেদের খুঁটির জোর দেখায় এবং প্রতারণ মূলক কথাবার্তা বলে। এ প্রেক্ষিতে সরেজমিনে মউকের সালিস বিভাগ তদন্ত করে জানতে পারে লিজার স্বামী বিদেশ থাকায়, নুনদাই জাফর ইকবাল সরকারী ছুটির দিন গুলিতে শ্বশুরালয়ে এসে যৌন হয়রানী/কুপ্রস্তাব দিয়ে চাপ দিতে থাকে এবং স্বামী ছাড়া করার ভয় দেখায়।

এই বিষয়ে শ্বশুর শাশুড়িকে অবহিত করে প্রতিকার পায়না বরং যৌতুক বাবদ মোটর সাইকেলের চাপ দিয়ে বাড়ি ছাড়া করার হুমকি দেয়। লিজা নিরুপায় হয়ে প্রবাসী স্বামীকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জানালে স্বামী মোবাইলে ম্যাসেজ দিয়ে জানায়, পরিবারের কথা কাউকে জানালে

তালাক দিব বলে হুমকি দেয়।

এ দিকে লিজার নুনদাই ও শ্বশুরের যৌতুক ও কুপ্রস্তাবের অত্যাচারে শ্বশুর হতে বাপের বাড়ি পালিয়ে আসে এবং ন্যায় বিচারের আশায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। এই বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে নিরাপত্তা সহ সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছে।

দামুড়হুদায় প্রতিনিধি:

জীবননগরে আন্তজার্তিক প্রবীণ দিবস পালিত

বয়সের সমতার পথে যাত্রা এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালন করা হয়েছে । মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় জীবননগর উপজেলা সমাজসেবা অফিসের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ ও প্রশাসনের সহযোগিতায় প্রবীণ দিবস উপলক্ষে একটি র্যালী বের করা হয়।

র্যালীটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বট তলায় এসে শেষ হয়। পরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান,বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী,উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার মাসুদুর রহমান ,সীমান্ত ইউনিয় প্রবীণ কমিটির সভাপতি সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান শাজাহন মিয়া প্রমুখ। একই দিনে ওয়েভফাউন্ডেশন ও বাঁকা ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির আয়োজনে প্রবীণ দিবস পালন করা হয়।

এ উপলক্ষে বাঁকা ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে বাঁকা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের প্রধানের সভাপতিত্বে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার

মাসুদুর রহমান সাবেক শিক্ষক গোলাম রহমান প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের নুঝাত পারভিন।

জিবননগর প্রতিনিধি:

জীবননগরে জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রন সপ্তাহের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রন সপ্তাহের উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০ টার সময় জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আয়োজনে নারায়নপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কৃমি নিয়ন্ত্রন ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়।

জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রন সপ্তাহের উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান ।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোস্তাফিজুর রহমান, জীবননগর প্রেস ক্লাবের সাধারন সম্পাদক এম আর বাবু।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পঃপঃ কর্মকর্তা ডাঃ রফিকুল ইসলাম , শিক্ষক মোমিন উদ্দিন প্রমুখ । উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্◌েরর স্যানিটারী ইন্সপেক্টর আনিসুর রহমান।

জিবননগর প্রতিনিধি:

ফেনসিডিলসহ রফিকুল ও পুলিশ কনস্টেবল আটক

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর থেকে ফেনসিডিল সহ পুলিশ কনস্টেবল খায়রুল ইসলাম (৩৪) কে আটক করেছে বিজিবি। এ সময় তার সহযোগী রফিকুল ইসলাম
(৩৮) কেও আটক করা হয়।

উদ্ধার করা হয় ৫৭ বোতল ভারতীয় নিষিদ্ধ ফেনসিডিল। শুক্রবার সন্ধ্যায় জীবননগর উপজেলার শিংনগর গ্রাম থেকে তাদেরকে আটক করা হয়। আটককৃত পুলিশ কনস্টেবল খায়রুল ইসলাম মেহেরপুর শহরের ঈদগাহা পাড়ার মৃত আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে। সে বর্তমানে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশে কর্মরত আছেন।

আর রফিকুল ইসলাম সিংননগর গ্রামের ওয়াছেদ আলীর ছেলে। রফিকুল ইসলাম চুয়াডাঙ্গার স্থানীয় দৈনিক নতুন খবর পত্রিকার সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদের ছোট ভাই। বিজিবি জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ৫৮ বিজিবির একটি দল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে জীবননগর উপজেলার সিংনগর গ্রামে একটি বাড়িতে অভিযান চালায়।

এ সময় ওই বাড়ি থেকে ৫৭ বোতল ভারতীয় নিষিদ্ধ ফেনসিডিল সহ আটক করা হয় পুলিশ কনস্টেবল খায়রুল ইসলাম ও তার সহযোগী রফিকুল ইসলামকে। স্থানীয় রাজাপুর বিওপির নায়েক সুবেদার হুমায়ন কবির জানান, ফেনসিডিল সহ পুলিশ কনস্টেবলের সাথে আটক হওয়া রফিকুল চুয়াডাঙ্গা থেকে প্রকাশিত দৈনিক নতুন খবরের প্রকাশক সাদেকুর রহমান বকুল ও সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদের ছোট ভাই।

পত্রিকা সম্পাদকের ভাই এ দাপটে সে দীর্ঘদিন ধরে মাদকের ব্যবসা চালিয়ে আসছিল। ঝিনাইদহের খালিশপুর ৫৮ বিজিবির সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম খাঁন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, আটককৃত পুলিশ কনস্টেবল খায়রুল ও সহযোগী রফিকুলকে মামলা দিয়ে রাতেই জীবননগর থানাতে সোর্পদ করা হয়েছে।

দর্শনা প্রতিনিধিঃ

আলমডাঙ্গায় তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ

আলমডাঙ্গা পাইকপাড়া গ্রামে প্রতিবেশির তৃতীয় শ্রেনীর ছাত্রীকে জোর করে তুলে নিয়ে ধর্ষনের অভিযোগ উঠেছে আহাম্মদ আলীর বিরুদ্ধে। ২৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মুরগী খুজতে গেলে তাকে জোর করে বাড়ির অদূরে একটি মাঠের শ্যালোমেশিন ঘরে নিয়ে ধর্ষণ করে বলে জানিয়ে ধর্ষিতার পরিবার। রাতেই তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার পাইকপাড়া গ্রামের দরিদ্র দিনমজুরের ওই শিশু কন্যা (৯) বাড়ির পাশে মাঠে খেলা শেষে মুরগী খুজতে বের হয়। এ সময় প্রতিবেশি মারফত আলীর ছেলে আহম্মদ আলী মুরগী ধরে দেবার নাম করে ওই শিশুটিকে বাড়ির পাশে একটি শ্যালোমেশিনের ঘরে নিয়ে সেখানে ধর্ষণ করে।

তারপর ধর্ষণের কথা কাউকে না বলার জন্যও ওই শিশুকে শাসিয়ে দেয় ধর্ষক আহম্মেদ আলী। পরে ওই শিশু কন্যা বাড়িতে ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়লে ধর্ষণের বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়। দ্রুত শিশুটিকে উদ্ধার করে তার পরিবারের সদস্যরা রাত ১১টার দিকে ভর্তি করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের দায়িত্বরত চিকিৎসক ডা: আবু এহসান মো: ওয়াহেদ রাজু জানান, রাত ১১টার কিছুটা পর আমরা ওই শিশুটিকে ভর্তি করে নেই।

তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। শুক্রবার হাসপাতালের গাইনী কনসালটেন্ট তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন। এ দিকে, পাইকপাড়া গ্রামে তৃতীয় শ্রেণীর ওই ছাত্রীকে ধর্ষণের খবর গ্রামে ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে গ্রামবাসী। তারা ঘটনার পরই ধর্ষক আহম্মেদ আলীকে আটকের চেষ্টা করলে সে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ আসাদুজ্জামান মুন্সি জানান, শিশু ধর্ষণের ঘটনাটি জানার পর পরই ধর্ষক আহাম্মদ আলীকে গ্রেফতারের অভিযান অব্যহত রয়েছে। খুব শীঘ্রই ধর্ষক আইনের আওতায় আসবে। এ বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি:

[redacted]

[redacted]

এ ঘটনায় নিহত পল্টুর বড় ভাই মঈনউদ্দীন বাদী হয়ে গত ২৪ আগষ্ট-২০১৯ তারিখে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। আসামীরা হচ্ছে, দর্শনা মোবারক পাড়ার আলী হোসেনের ছেলে আব্দুল মান্নান (৪২), মৃত: কবির খালাসীর ছেলে শেখ আসলাম আলী তোতা (৪৩), দর্শনা পুরাতন বাজারের মৃত: জিয়াউল হকের ছেলে দিপু রেজা (৪১), মোবারক পাড়ার আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে সাইফুল ইসলাম ওরফে বাংলা (৪১), বাদল খানের ছেলে মোঃ আলম (৪৩), ডাঃ শামসুল ইসলামের ছেলে মোঃ সোহেল (৪০) ও ইমারত আলীর ছেলে আশিক (২১) এ সাতজন সহ অজ্ঞাত আরো ১০/১২ জনকে আসামী করে দামুড়হুদা থানায় মামলা করা হয়।

গত ১৬/০৯/১৯ তারিখ সোমবার আসামীরা চুয়াডাঙ্গা নিম্ন আদালতে জামিনের জন্য আবেদন করলে বিচারক তাদের জামিন নামঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন। এবং তদন্ত কারী পুলিশ অফিসার সত্য উদঘাটনের জন্য ১০ দিনের রিমান্ডের আবেদন করেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞ আদালত ১ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেকে বলেছেন, পূর্বেও উক্ত মামলার আসামী মান্নান, তোতা, দিপু, বাংলা ও আলম হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটিয়েও টাকার জোরে ও ক্ষমতার দাপটে বের হয়ে আসে। এবং মোটা টাকার বিনিময়ে বিএনপি থেকে এসে আওয়ামীলীগের মত একটি বড় দলের একাংশ যুবলীগে পদ দখল করে নেয়। ফলে ক্ষমতার দাপট আরো বেড়ে যায়।

দিনে দিনে বাড়তে বাড়তে এতোটাই বেড়ে যায় যে দর্শনার ইতিহাসে যা ছিলোনা ঠিক তাই করে তারা রেকর্ড গড়ে তোলে শুধু ক্ষমতার লোভে। যার বহিঃপ্রকাশ শোকাবহ আগস্টের ২৩ তারিখ বিকাল সাড়ে ৫ টায় পল্টুর তাজা জীবন ও মঞ্জুর এর রক্ত। কি দোষ ছিলো নিহত সেই পল্টুর এবং আহত মঞ্জুরের? কেউ জানে না। শুধুই আধিপত্য বিস্তার করাকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা।

এর আগে দর্শনার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সাইফুল ইসলামকে হত্যা করে এই মান্নান গ্যাং। তার পরেও তারা বীর দর্পে প্রকাশ্যে চলাফেরা করে। তবে এবার দিনে-দুপুরে প্রকাশ্যে জনসম্মুখে এই পল্টু হত্যাকান্ডের ঘটনার পরেও যদি ছাড় পেয়ে যায় তাহলে দর্শনায় আর কোন দিন শান্তি ফিরে আসবে না। বরং একের পর এক এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতেই থাকবে।

তাই বিচার বিভাগের নিকট আকুল আবেদন এই হত্যাকান্ডের সঠিক ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। যাতে করে পরবর্তীতে এ ধরনের ঘটনা ঘটানোর সাহস কারো না হয়।

চুয়াডাঙ্গায় সাপের কামড়ে স্কুলছাত্রের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া গ্রামে সাপের কামড়ে শিমুল হোসেন (১০) নামের এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার ভোরে নিজ ঘরে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে বিষধর সাপে দংশন করে।

নিহত শিমুল ভাংবাড়িয়া গ্রামের গোলাম মোস্তফার ছেলে ও স্থানীয় একটি কিন্ডারগার্টেনের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আসাদুজ্জামান মুন্সি জানান এ ঘটনা নিশ্চিত করেছেন।

পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

চুয়াডাঙ্গায় পৃথক সড়ক দুর্ঘনায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

চুয়াডাঙ্গায় আলাদা দুটি সড়ক দূর্ঘটনায় দুই মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুরে সদর উপজেলার নয়মাইল ও দামুড়হুদার দর্শনায় দূর্ঘটনা দুটি ঘটে।

নিহতরা হলেন, দামুড়হুদার হাউলী গ্রামের মোজাম্মেল হকের ছেলে জুলফিকার আলী (৫০) ও ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার কাপাসাটিয়া

গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে মেহেদী হাসান পলাশ (৩০)। স্থানীয়রা জানায়, মঙ্গলবার দুপুর একটার দিকে মেহেদী হাসান পলাশ মোটরসাইকেলযোগে চুয়াডাঙ্গা থেকে ঝিনাইদহের নিজ গ্রামে ফিরছিলেন।

পথে নয়মাইল এলাকায় বিপরীতমুখী একটি প্রাইভেটকারের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত হন তিনি। অন্যদিকে, প্রায় একই সময়ে জীবননগর থেকে মোটরসাইকেলযোগে নিজ গ্রাম হাউলী ফিরছিলেন জুলফিকার আলী। এ সময় দর্শনায় রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মেরে ঘটনাস্থলে মারা যান তিনি।

প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, স্থানীয় টোল আদায়কারীরা ট্রাকটিকে থামালে পিছন থেকে আসা মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দূর্ঘটনার কবলে পড়ে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ ও দামুড়হুদা থানা পুলিশ দূর্ঘটনার বিষয়ে সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

চুয়াডাঙ্গায় ‘নো হেলমেট নো ফুয়েল’ কার্যক্রমের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গায় মোটরসাইকেল চালকদের সচেতন করার লক্ষ্যে পেট্রোল পাম্পগুলোতে ‘নো হেলমেট নো ফুয়েল’ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে শহরের রেলবাজারে হক ফিলিং স্টেশনে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম। জেলার ৪টি উপজেলার ১৮টি পেট্রোল পাম্পে পর্যায়ক্রমে ‘নো হেলমেট নো ফুয়েল’ কার্যক্রম শুরু করা হবে।

এ ব্যাপারে পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম বলেন, নিজেদের জীবনের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে প্রত্যেকেরই হেলমেট ব্যবহার করা উচিত। অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ কলিমুল্লাহ, টি.

[redacted]

[redacted]